খানকায়ে খাস মোজাদ্দেদীয়া তরিকার

# শেজরা শরীফ

মুনজিতপুর, সাতক্ষীরা।

হে নবী পাক (ছাঃ) নিশ্চই যারা আপনার কাছে বায়আত হয় তারা আল্লাহর কাছেই বায়আত হয়ে থাকে আল্লাহর (কুদতরী) হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে।
অতএব যে তা ভঙ্গ করে সে অবশ্যই নিজের ক্ষতির জন্যই করে। আর যে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গিকার পূর্ণ করে আল্লাহপাক সত্বরই তাকে মহা পুরস্কার দান করবেন।

(সুরা আল-ফত্হ আয়াত নং-১০)

খাদেম
আলহাজ্ব সুফি মোহাম্মদ আলী
খানকায়ে খাস মোজাদ্দেদীয়া
মুনজিতপুর, জেলা-সাতক্ষীরা।

দুরবর্তীদের জন্য ডাকটিকিট সহ চিঠি পত্রে যোগাযোগ রাখবেন।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ-তায়ালার জন্য এবং ছাইয়েদুল মোরছালীন ও রহমাতুললিল আলামিন (ছাঃ) ও তাঁহার বংশধর ও সহচরগনের প্রতি দন্ড্যেকায় দিন হইতে কেয়ামত পর্যন্ত দরুদ ও ছালম বর্ষিত হউক। (আমিন)

হে স্নেহাস্পদ বৎসরা আমার, আল্লাহপাক আপনাকে ইহ-পরকালে সৌভাগ্যবান করুন। মনযোগের সহিত শ্রবন করিবেন। মুরিদ স্বীয় উদ্দেশ্যে সংশোধন ও আকাংখাদি হইতে নিষ্কৃতি লাভের পর যখন আল্লাহের জেকের বা স্মরনে নিবিষ্ট হয় ও স্বীয় প্রবৃত্তির (নফসের) পবিত্রতা অর্জন করে এবং তাহার অসৎ গুন সমূহ যখন সচ্চরিত্রে পরিবর্তিত হইয়া যায় ও তাহার তওবা এনাবত (প্রত্যাবর্তন) সংঘটিত হয় ও পার্থিব প্রেম তাহার কালব হইতে তিরোহিত হয় এবং ছবর (ধৈর্য্য), তাওয়াক্কোল (নির্ভরশীলতা), রেজা (সন্তুষ্টি) উপার্জিত হয় তৎপর উল্লিখিত তদীয় লব্ধ বস্তু সমুহকে উদাহরনিক জগতে যথাক্রমে পর পর অবলোকন করে এবং নিজকে মানবতায় কলঙ্ক ও মালিন্য এবং মনুষ্যচিত অসৎ গুন সমূহ হইতে পবিত্র পরিস্কার করিতে পারিলেই আল্লাহপাকের কুদরত দর্শন করিতে পারে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই তরীকায় প্রথম ইহার ব্যবস্থা সংযোজিত আছে।

## আল্লাহ প্রেমিক হওয়ার উপায় কি?

এখন প্রশ্ন হইল, এইরূপ লাবন্য ও ছাল-বাকলের মোহ হইতে মুক্তি লাভ হইবে কিরূপে? উহার উত্তরে মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (রহঃ) বলেন,"যতক্ষন পর্যন্ত আমি মহান আল্লাহ প্রেমিক হযরত শামসুদ্দীন তাবরীন (রহঃ) এর সোহবত ও সান্নিধ্য অবলম্বন না করিয়াছি, ততক্ষন পর্যন্ত আমার শত এলেম ও বিদ্যাবুদ্ধি থাকা সত্বেও উহার উপর আমার যথার্থ আমল নসীব হয় নাই। আমল বিহীন এলেম জ্ঞানের বোঝাই শুধু বহন করিতেছিলাম।

যখন তাহার সহিত মোলাকত ও তাঁহার সোহবত নসীব হইল তখন তিনি আমার অন্তর ও আত্মাকে আল্লাহর প্রেম–মহব্বত যোগে গরম করিয়া দিলেন। প্রেম উত্তাপে দগ্ধীভূত হৃদয় লাভের পরই এলমের উপর আমলের তওফীক হইতে লাগিল। মাওলার সন্তুষ্টি লাভের এক অবারিত পিপাসা. ও তদুদ্দেশ্যে বন্দেগী পালনের জেন্দেগী নসীব হইয়া গেল। তখনই আমার আল্লাহর প্রেম হাছিল হইতে লাগিল।

## পীরের কাছে মুরিদ হওয়ার উদ্দেশ্য কি?

জানিবেন যে,আল্লাহ প্রাপ্তিই মুরিদ হওয়ার উদ্দেশ্য আর তাহাকে (মুরিদকে) আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাইবার অছিলা হইবেন পীর। যদি কোন মুরিদ কোন পীরের নিকট সরল পথ দর্শন না করেন এবং উক্ত পীরের তাওজ্জুহের বরকতে স্বীয় মুর্দা কলবকে জিন্দা করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে ইহার সর্ব সন্মতভাবে বৈধ যে পীরের জীবদ্দশায় তাহার অনুমতি ছাড়াই উক্ত মুরিদ অন্য কোন কামেল মোকাম্মেল পীরের বয়াত গ্রহণ করতঃ রোগগ্রস্ত কলবকে রোগমুক্ত করিয়া লইতে পারেন। ইহাতে কার ও কোন রকম আপত্তি চলিবে না। তবে পূর্ববতী পীরকে অবজ্ঞা করা চলিবে না। বিশেষতঃ এযুগের পীর মুরিদী বাহ্যিক রীতি–নীতি ও অভ্যাস ব্যতীত কিছুই নয়।একালের অধিকাংশ পীরগন নিজেরাই উন্নতি অবনতির খবর রাখেন না। যদি টাইটেল পাশ পীর সাহেবের কাছে একজন টাইটেল পাশ আলেম মুরিদ হন তবে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাহারা সমজ্ঞানের অধিকারী হওয়া সর্তে ও নিশ্চিতভাবে পীর সাহেবের নিকটে এমন গুপ্ত জ্ঞান ভান্ডার সঞ্চিত থাকে যাহা উক্ত আলেমকে তাহার মুরিদ হইতে বাধ্য করে। বর্তমানে অধিকাংশ পীর সাহেবদের মধ্যে সেই আধ্যাত্মিক জ্যোতি বা নূর না থাকায় মুরিদ ৫০/৬০ বছর কঠোর সাধনা করিয়া ও কলব জিন্দা করিতে সক্ষম হয় না । এই সমস্ত কারনে শরীয়াতের জ্ঞানে জ্ঞানী আলেমদেরকে ও পীর সাহেবের নিকটে যাইতে হয়। যাহারা ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য করিতে সক্ষম হয় না তাহারা মহান

আল্লাহতায়ালার বিষয় কি আর খবর রাখিবে এবং মুরিদকেই বা কোন পথ প্রদর্শন করাইবে?

এই প্রকার পীরের প্রতি নির্ভর করিয়া যে মুরিদ নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকে এবং অন্য কামেল ও মোকাম্মেল পীরের নিকটে গমন না করে ও আল্লাহ পাকের পথ অবগত না হয়, তাহার প্রতি সবিশেষ আক্ষেপ। আর যাহারা বড় বড় টাইটেলধারী তাহাদের ওয়াজ মহাফেলের মধ্যে পাগড়ী ফেলিয়া দিয়া মুরিদ করায় সবকাদি প্রদান না করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয় তাহারা মনে করেন আমরা মুরিদ হইয়া গিয়াছি, আমাদের আর কোন পীরের প্রয়োজন নাই। তাহাদের প্রতি আফসোস! ইহা শয়তানের প্রতারনা, যাহা নাকেছ বা অপুর্ন পীরের জীবন রূপে আসিয়া মুরিদকে আল্লাহ প্রাপ্তি হইতে বিরত রাখিয়াছে। অতএব, যে স্থলে গেলে মাত্র ৪০ দিনের মধ্যে মনের শান্তি লাভ হয় তথায় অবিলম্বে গমন করা উচিত এবং শয়তানের ধোকা হইতে আল্লাহ পাকের দরবারে রক্ষা কামনা করা আবশ্যক।

## হুজুরী কালবের প্রয়োজনীয়তাঃ-

হযরত নবী করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন-" আলা ইন্না ফিল জাসাদি ইনসানে লা- মুদগাতুন ফা ইজা সালুহাত সালুহাল জাসাদু কুল্লুহু অএজা ফাসাদাত ফাসাদালকুল্লুহু আলা অহিয়াল কালব।" (বুখারী ও মুসলিম) অর্থাৎ "মানুষের শরীরের মধ্যে এক খন্ড মাংসপিন্ড আছে যাহা পবিত্র হইলে তুমি পবিত্র আর যাহা অপবিত্র থাকিলে তুমি অপবিত্র, এই মাংস পিন্ডের নাম কলব। "ইহাকে জ্ঞান কেন্দ্র এবং আধ্যাত্মিক দর্শন ও শ্রবন কেন্দ্র বলা হয়। এই কালবকে পবিত্র করার নামই হইল এবাদতের প্রথম স্তর। আমলের উৎপত্তি স্থল হইল কালব এবং কালবের গুনাবলী ও প্রশংসিত আমল সমূহ আখেরাতের ত্রানকারী। মনে করুন আপনি শরীয়ত মোতাবেক ওজু করিলেন, কোন রকম ত্রুটি করিলেন না কিন্তু আপনার শরীরে নাপাক লাগাইয়া নামাজ আদায় করিলেন।

রেফারেন্সের উদ্দেশ্যে নির্মিত, শির্ক বিদাতপূর্নতার কারনে এর আমল কাম্য নয়



বলুনতো– এই নামাজ হইল কি না? যদি না হইয়া থাকে তবে নিশ্চয় এ অপবিত্র কালবটাকে পাক পবিত্র করিয়া লইতে হইবে। তাছাড়া আল্লাহর নবী হুজুরপাক (ছাঃ) বলিয়াছেন, " আশশায়তানো জাসেমুন আলা কালবে বনি আদামা জাকের আল্লা খানাছা অ এজা গাফেলা আছওয়াছা। (বুখারী)

অর্থাৎ শয়তান বনি আদমের কালবের উপর বসিয়া কুমন্ত্রনা দিতে থাকে, যখন সে জিকির করে তখন দুরে সরিয়া যায়। তাহা হইলে বেশ বুঝা যায় জেকের দ্বারা কালবকে জিন্দা করিয়া না লইলে নামাজ কালাম যাই করিনা কেন শয়তানের কুমন্ত্রনা হইতে মুক্তি হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

এই জন্যই তো আল্লাহ্ তায়ালার রেজা মন্দী হাছেল করিতে হইলে কামেল ও মোকাম্মেল মোর্শেদের একান্ত প্রয়োজন। মোর্শেদের সোহবতে থাকিয়া ফয়েজ বরকত হাছিল করিয়া মোর্দা কালবকে জিন্দা করিয়া লওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাই প্রাথমিক অবস্থাতেই যে কোন ধর্মীয় কাজ যেমনঃ তাবলীগ, জামাত–ই–ইসলাম যাহাই করিনা কেন? কালবটাকে পাকপবিত্র ও শয়তানের কুমন্ত্রনা হইতে মুক্ত করিতেই হইবে। তাহা না হইলে যে কোন এবাদাত ধর্মীয় কাজ বলিয়া গন্য হইবে কি না? চিন্তা করিয়া দেখুন। কালব জিন্দা হইলে ঐ জিন্দা কালবে আল্লাহ ও রাসুলে পাক (সাঃ) এর খাস মহব্বতের ফয়েজ ও ওয়ারেদ হইতে থাকে। এই সময় ছালেক উত্তম লজ্জত পাইতে থাকে ও হুজুরী দেলে নামাজ পড়িতে সক্ষম হয়। নামাজে ঠিকমত হুজুরী দেল না হইলে দুনিয়াবী সমস্ত গায়ের আল্লাহর নানা চিন্তা প্রবেশ করিয়া থাকে। শুধু মুখে মুখে আল্লাহর নাম আর অন্তরে দুনিয়ার কথা এমন নামাজে কোনই ফল নাই।

একাগ্রচিত্তে কাকুতি মিনতি সহকারে নামাজ আদায় করার নামই হুজুরী কালব এ নামাজ পড়া বলে। হুজুর কালবে নামাজ না

রেফারেন্সের উদ্দেশ্যে নির্মিত, শির্ক বিদাতপূর্নতার কারনে এর আমল কাম্য নয়

পড়িলে নামাজ প্রকৃত হইবে না। হযরত রাসুলে পাক (সাঃ) বলিয়াছেন "লা ছালাতা ইল্লা বে হুজুরিল কালব।" হুজুরী কালব ছাড়া নামাজ হয়না। হুজুরী কালবে নামাজ আদায় করলেই মানুষ সমস্ত কুকাজ হইতে বাঁচিতে পারিবে।

## জিকির ও ফিকিরই কামীয়াবী আনে

আল্লাহপাক এরশাদ করেন-"ফাজকুরুনী আজ কোরকুম অয়াছ কুরুলী অলা তাকফুরুন"।

তোমরা আমাকে স্মরণ কর তাহলে আমি ও তোমাদিগকে স্মরণ করিব।"(সুরা বাকারা ১৮রুকু) আল্লাহপাককে সর্বদা স্মরণ করা উচিত যদি পারলৌকিক সৌভাগ্যরূপ অমুল্য রত্ন হস্তগত করিবার ইচ্ছাপোষন করি তবে জানা উচিত যে উহা যে সিন্ধুকে আবদ্ধ রহিয়াছে তাহা খুলিবার একমাত্র চাবিকাঠি হইতেছে আল্লাহপাকের নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে জিকির করা। সুতরাং অধিক পরিমানে জিকির করো, মধ্যে মধ্যে বিরতি দিয়া জিকির করিওনা।

একদা কতিপয় লোক হযরত রসুল করিম (ছাঃ) সমীপে নিবেদন করিলেন, "ইয়া রছুল্লাহ (ছাঃ) কোন কার্য সর্বপেক্ষা উত্তম? তিনি উত্তরে বলিনের "মৃত্যুকালে আল্লাহ তায়ালার জিকিরে রসনা সিক্ত করা। "তিনি আর ও বলিলেন, " তোমাদের কার্যাবলীর মধ্যে যে কার্য আল্লাহপাকের নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ ওসর্বাধিক প্রিয় যে কার্য আল্লাহপাকের নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক প্রিয় যে কার্যে তোমাদের সর্ব্বউচ্চ মর্য্যাদা নিহিত রহিয়াছে, যাহা স্বর্ন রূপা ছদকা করা অপেক্ষা কল্যানপ্রদ, যাহা আল্লাহতায়ালার শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করা অপেক্ষা অধিক কল্যান জনক। আমি এমন কার্য সম্মন্ধে তোমাদেরকে সংবাদ দিব না? ছাহাবা (রাঃ) গন নিবেদন করিলেন ইহা হাবিব আল্লাহ বলুন উহা কোন কার্য? হুজুরপাক (সাঃ) বলিলেন, "আল্লাহপাকের জিকির"। "অর্থাৎ সদা সর্বদা আল্লাহপাককে স্মরণ করা।" কামেল ও মোকাম্মেল পীরের কাছে বায়েত হইলে মাত্র ৪০ দিন কাজ করিলে বাস্তবে বোঝা

যাইবে। আল্লাহপাকের জিকিরই হইল কলবের বিশুদ্ধায় ও পবিত্র করার উপকরন।

হযরত ইমাম গাযযালী (রাঃ) কিমিয়ায় সাআ'দাত জেকেরের অধ্যায়ে লিখিয়াছেন– জেকেরকে ৪ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ–

১) যে জেকের কেবল মুখে করা হয় কালব তাহা হইতে সম্পূর্ন গাফেল থাকে এরূপ জেকেরের প্রভাব অতি নগন্য।

২) যে জেকের মনের মধ্যে হয় কিন্তু এই মনোনিবেশ দীর্ঘদিন থাকেনা এইরূপ ক্ষেত্রে বিশেষ যত্ন ও চেষ্টার সাহায্য মনকে আল্লাহতায়ালার স্মরনে মগ্ন রাখিতে হয়। চেষ্টা ও যত্ন না করিলে মন ক্রমশঃ জড়তা প্রাপ্ত হইয়া পড়িবে কিংবা রিপু সমুহের বশীভূত হইয়া স্বীয় প্রকৃতিগত স্বভাবে ফিরিয়া যাইবে।

৩) যে জিকির কালবের মধ্যে বদ্ধমুল হইয়া মনের উপর নিজের প্রভাব বিস্তার পূর্বক কালবে সর্ব্বদা আল্লাহ তায়ালার জিকিরে মগ্ন রাখে। ফলে কালব ও আল্লাহ তায়ালার ধ্যান ভিন্ন অন্যদিকে ফিরাইয়া নিতে চায় না। যদি গুরুতর অভাব কিংবা কোন অত্যাবশ্যকীয় কর্ম মনকে অন্যদিকে আকর্ষন করিবার প্রয়াস পায়, তবে তাহা মোটেই সহজসাধ্য হয়না। কালবের এই অবস্থা অতি উত্তম।

৪) যে জিকিরে কালব স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাকে জুড়িয়া স্থাপন করে অন্য প্রকারের জিকির আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব ও গুণ স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু এই জিকির স্বয়ং আল্লাহ সমগ্র কালব জুড়িয়া বসাইয়া দেয় তখন কালব হইতে আর কোন জিকির ধ্বনি নির্গত হইতে পারেনা 'জিকির এবং জিকিরের খেয়াল তখন কালব হইতে সম্পূর্নরূপে দুরীভূত হইয়া কেবল স্মরনীয় বিষয়টার সহিত আল্লাহ পাকের পূর্নযোগ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। জিকির যতক্ষন শুধ উচ্চরণে সীমাবদ্ধ থাকে ততক্ষন তাহা বাগিন্দ্রিয় ত্যাগ করিয়া অন্তরে অন্ত স্থলে প্রবেশ করিতে পারেনা। সুতরাং শব্দচারন

রেফারেন্সের উদ্দেশ্যে নির্মিত, শির্ক বিদাতপূর্নতার কারনে এর আমল কাম্য নয়

সম্পর্ক অতিক্রম পূর্বক আল্লাহ তায়ালাকে এমনভাবে সমগ্র অন্তর জুড়িয়া স্থাপন করিতে হইবে যে সেই অন্তরের মধ্যে একমাত্র আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর প্রবেশের স্থান থাকেনা। আল্লাহ তায়ালার সহিত অন্তরের এই প্রকার যোগ সম্পর্ক স্থাপিত হইলে এই যোগ সম্পর্ককেই প্রকৃত জিকির নামে আখ্যায়িত করা যায়।মহব্বতের প্রাবল্য হইতেই এই শ্রেনীর জেকের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

হযরত আহরার (রহঃ) সাহেব তাঁহার কেতাবে বলেন, "পীরের রাবেতা বা তাছাউর আল্লাহর জিকির হইতে উৎকৃষ্ট। হযরত মোজাদ্দেদ আল ফেছানী (রাঃ) ছাহেব তাহার মাকতুবাত শরিফের প্রথম খন্ডের ১৮৭ নং মাকতুবে উহার ব্যাখায় বলেন, পীরের সুরত চেহারার কল্পনা বা তাছাউর বা অধিকতর উপকারী বলিয়াই হযরত আহরার (রহঃ) ছাহেব ইহাকে উৎকৃষ্ট বলিয়াছেন। তাহার এই উক্তির তাৎপর্য হইতেছে এই যে যতক্ষন পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার সহিত মুরীদের পূর্ন সম্পর্ক কায়েম না হইবে ততক্ষন পর্যন্ত তাহার জেকের দ্বারা সে পূর্ন ফায়েদা লাভ করিতে পারিবে না। তদবস্তায় পীরের সুরত বা চেহারার কল্পনা বা রাবেতা তাহার পক্ষে শ্রেয় যাহা শেষ পর্যন্ত তাহাকে এমন এক পর্যায়ে পৌছাইয়া দিবে, যে পর্যয়ে সে জেকের করিয়া পূর্ন লাভবান হইতে পারিবে।

## মোরাকাবার ফজিলত ও প্রয়োজনীয়তাঃ-

আল্লাহ পাক বলেন- নিশ্চয় আসমান ও জমিনের সৃষ্টির মধ্যে এবং দিবা রাত্রির বিভিন্নতার মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য (আল্লাহ পাকের অস্তিত্বের) নির্দশন সমূহ বিদ্যমান আছে। তাহারা ঐ সকল লোক যাহারা দন্ডায়মান, উপবিষ্ট,শায়িত অবস্থায় আল্লাহপাককে স্মরন করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে গভীর চিন্ত করে। জ্ঞানীগন

আকাশ সমুহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি নৈপুন্যের মধ্যে আল্লহপাকের অস্তিত্বের নিদের্শন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

হযরত নবী করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন ঃ– তোমরা সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা কর সৃষ্টিকর্তার সম্বন্ধে চিন্তা করিও না। যে ব্যক্তি ৪০দিন প্রত্যষে তফাক্কের ও নির্জনতা অভ্যাস করেন, আল্লহপাক তাহার কালবে গায়েবের দরজা খুলিয়া দেন এবং তিনি ছাহেবে এলহাম হইয়া যান। এলমে লাদুন্নি অর্থ্যাৎ নুরে এলহাম সাচ্চা রেয়াজাত ও ছহি মোরাকাবা দ্বারা হাছেল হয়।

হযরত নবী করিম (ছাঃ) আর ও বলিয়াছেন– এক ঘন্টা মোরাকাবা ৬০ বছরের এবাদতের তুল্য। নিবিষ্ট মনে গভীর মনোনিবেশ সহ, একাগ্রতার সহিত চার জানু একত্র করিয়া বসিয়া চক্ষুদ্বয়কে বন্দ করিয়া খেয়ালকে সর্বদিক হইতে ফিরাইয়া এককালীন কালবের দরিয়ায় ডুবাইয়া মহান আল্লাহপাককে অনুসন্ধান করাকে "মোরাকারা" বলে। কিন্তু আল্লাহপাকের আকার ও প্রকার বিহীন, অবর্নণীয় ও অবোধগম্য। তাহার কোন মেছাল নাই উদাহরণ নাই। মেছাল বিহীন আল্লাহকে অনুসন্ধান করা সকলের পক্ষে কঠিন। এই জন্য যাহার যেখানে ছবক থাকিবে তিনি ঠিক সেই স্থানে খেয়ালে থাকিবেন।
কারন আল্লাহপাক হাদিসে কুরসীতে বলিয়াছেন– আসমান জমীনে আমার সংকুলন হয়না কিন্তু মোমিন বান্দার কলবে আমার সংকুলন হইয়া থাকে

হযরত নবী করিম (ছাঃ) বলিয়াছেনঃ– বিদ্বানগন পয়গম্বরগণের উত্তরাধিকারী, পয়গম্বরগণ দুই প্রকার এলেম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, প্রথম বিধি ব্যবস্থা (শরিয়ত) সম্বন্ধীয় এলেম দ্বিতীয় তত্বজ্ঞান (তরিকত) সম্বন্ধনীয় এলেম। যে ব্যক্তি শরীয়ত ও তরিকত সম্বন্ধীয় উভয় প্রকার এলেম লাভ করিয়াছেন তিনিই পয়গম্বরগণের প্রকৃত উত্তরাধিকার, যিনি কেবল শরিয়তের এলেম অর্জন করিয়াছেন তিনি পয়গম্বরের প্রকৃত উত্তরাধিকারী নহেন। (মকুতুবাদ শরীফে ৩৩৭ পাতায় উল্লেখিত আছে)

হযরত ইমাম মালেক (রহঃ) বলিয়াছেনঃ– "যে ব্যক্তি কেবল তাছাউফের কাজ করিল কিন্তু শরীয়াতের কাজ করিলনা ঐ ব্যক্তি জিন্দিক (কাফের), আর যে ব্যক্তি কেবল শরিয়াতের কাজ করিল কিন্তু এলমে মারেফত করিল না ঐ ব্যক্তি ফাসেক। " যে ব্যক্তি শরীয়ত ও এলেমে মারফত উভয়ই পালন করিল ঐ ব্যক্তি মোমেন কামেল বা পুরা ঈমানদার"।

খাছ মোজদ্দেদীয় তরিকায় প্রবর্তক হযরত মোজাদ্দেদ আলফে ছানি শায়েখ আহমদ ফারুকী ছিরহিন্দ (রহঃ)। প্রচলিত সবগুলি তরিকার মধ্য খাছ মোজাদ্দেদীয়া তরীকা আল্লাহ প্রাপ্তির জন্য সর্বপেক্ষা সহজ ও নিকটতম পথ। তিনি নকস্বন্দীয়া তরীকাকে পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করিয়া যে বিশেষ তরীকা পদ্ধতি প্রচলন করিয়াছেন তাহাই খাছ মোজাদ্দেদীয়া তরীকা নামে খ্যাত। নকস্বন্ধীয়া তরীকার প্রবর্তক হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নকসবন্ধ বুখারী (রহঃ) বলিয়াছেন হকের মারেফত বাহউদ্দীনের জন্য হারাম যদি হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ) এর শেষ অবস্থা আমার প্রারম্ভে অর্জিত না হয় । তিনি আর ও বলিতেন আমি শেষ বস্তুকে প্রারম্ভে প্রবেশ করাই। "যে স্থানে অন্যান্য সমস্ত তরীকা শেষ আমার তরীকা সেই স্থান হইতে আরম্ভ।

রেফারেন্সের উদ্দেশ্যে নির্মিত, শির্ক বিদাতপূর্নতার কারনে এর আমল কাম্য নয়

# খাছ মোজাদ্দেদীয়া তরীকার শেজরা শরীফ

## বিছমিল্লাহির রহমানির রহিম

১. এলাহী বাহোর মতে শফিউল মুজনেবিন রহমাতুল্লিল আলামিন ঈমামুল মোরছালিন খাতেমুন নাবীয়েন হযরত মোহাম্মদ (মোস্তফা ছাল্লালাহু আলায়হে অ-ছাল্লাম)

২. এলাহী বাহোর মতে আমিরুল মোমেনিন হযরত আবুবক্কর ছিদ্দিক রাদ্বি আল্লাহ তালা আনহু

৩. এলাহী বাহোর মতে ছাহেবে রাছুল্যাহ হযরত ছালমান ফারছি (রাদ্বিঃ)

৪. এলাহী বাহের মতে হযরত ইমাম কাছেম ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আবুবকর সিদ্দীক (রহঃ)

৫. এলাহী বাহোর মতে হযরত ইমাম জাফর ছাদেক (রাদ্বিঃ)

৬. এলাহী বাহোর মতে হযরত খাজা বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ)

৭. এলাহী বাহোর মতে হযরত খাজা আবুল হাসান খেরকানী (রহঃ)

৮. এলাহী বাহোর মতে হযরত খাজা আবু আলী ফারমেদী (রহঃ)

৯. এলাহী বাহোর মতে আবু ইউছুফ হামদনী (রহঃ)

১০. এলাহী বাহোর মতে হযরত খাজেগানে খাজা আব্দুল খালেক গাজদাওনী (রহঃ)

১১. এলাহী বাহোর মতে খাজা আরেফ রেওগারী (রহঃ)

১২. এলাহী বাহোর মতে হযরত খাজা মাহমুদ ফাগনবী (রহঃ)

১৩. এলাহী বাহোর মতে হযরত খাজা আজিজানে আলী রামেতনী (রহঃ)

১৪. এলাহী বাহোর মতে হযরত খাজা বাবা ছাম্মাছি (রহঃ)

১৫. এলাহী বাহোর মতে হযরত ছাইয়েদ আমীর কালাল (রহঃ)

১৬. এলাহী বাহোর মতে হযরত খাজা খাজেগানে পীর পীরানে

১৭. এলাহী বাহোর মতে হযরত আলাউদ্দীন আক্তার (রহঃ)
১৮. এলাহী বাহোর মতে হযরত মাওলানা ইয়াকুব চরখী (রহঃ)
১৯. এলাহী বাহোর মতে হযরত খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার (রহঃ)
২০. এলাহী বাহোর মতে হযরত মাওঃ জাহেদ আলী (রহঃ)
২১. এলাহী বাহোর মতে হযরত খাজা দরবেশ মোহাম্মদ (রহঃ)
২২. এলাহী বাহোর মতে হযরত খাজেগী আমকানগী (রহঃ)
২৩. এলাহী বাহোর মতে হযরত বাকী বিল্লাহ (রহঃ)
২৪. এলাহী বাহোর মতে হযরত ইমামে রব্বানী মোজাদ্দেদ আলফে ছানি এমামুশ শরিয়ত তরীকত হকিকত ও মারেফত শায়েখ আহমদ ফারুকী ছিরহিন্দ (রহঃ)
২৫. এলাহী বাহোর মতে কাউয়ুমে ছানি হযরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম (রহঃ)
২৬. এলাহী বাহোর মতে হযরত সুলতানুল আওলিয়া শায়েখ ছায়ফুদ্দীন (রহঃ)
২৭. এলাহী বাহোর মতে হযরত ছায়েদুহু ছায়াদাত নুর মোহাম্মদ বদায়ুনী (রহঃ)
২৮. এলাহী বাহোর মতে হযরত শামছুদ্দীন হাবিবুল্লাহ মির্জা জানে জানানে মজহারে শহীদ (রহঃ)
২৯. এলাহী বাহোর মতে হযরত শাহ গোলাম আলী আহমদী (রহঃ)
৩০. এলাহী বাহোর মতে শাহ আহমদ ছাইয়েদ আহমদী (রহঃ)
৩১. এলাহী বাহোর মতে ইমামুল আওলিয়া হযরত শাহ মোহাম্মেদ এরশাদ হোসেন আহমদী (রহঃ)
৩২. এলাহী বাহোর মতে হযরত শাহ সুফি শায়েখেনা মাওলানা মুফ্তী হাজি রিয়াছাত আলী খান শাহজাহানপুরী (রহঃ)
৩৩. এলাহী বাহোর মতে হযরত বর ফকির আহম্মদ এছরার আলি ওরফে আমিনউদ্দিন সাহেব (রহঃ)
৩৪. আরেফে কামেল মোর্শেদে মোকাম্মেল হযরত খাজা শাহ সুফি হাকিম আব্দুল হাকিম (রহঃ)
৩৫. তোয়া, হে, ওয়াও, কাফ, সিন

**মুরিদ হওয়ার পর কিভাবে জিকির করতে হবে তার নিয়মাবলীঃ–**

১। বাম স্তনের প্রায় দু' আঙ্গুল নিচে "কলব" লতিফার অবস্থান। উক্ত স্থানে দারুন ভাবে মনোসংযোগ করিয়া। **তছবি গুনিয়া প্রতিদিন পঁচিশ হাজার বার করিতে হইবে।**

"আল্লাহ" শব্দের উচ্চারন স্থলে (উপরের দাঁতের গোড়ায় সামান্য উপরে) জিহবার অগ্রভাগ লাগাইয়া রাখিবে। হাতে তছবী লইয়া **কলবে খেয়াল** করিয়া আল্লাহ আল্লাহ জিকির এবং অতি দ্রুত ভাবে তছবী টানিয়া যাইবে। সাবধান! জেকেরের সময় জিহবা নাড়িবে না, ঠোঁট নাড়িবে না, মুখ নাড়িবে না, শরীর দুলাইবে না, কোন প্রকার শব্দ করিবে না। উক্ত **পঁচিশ হাজার বার** জিকির এক বৈঠকে করিতে পারিলে খুবই তাছির হইবে। উক্ত ২৫ হাজার জিকির বাদে বাকী সময় অর্থাৎ উঠা, বসা, খাওয়া– পেওয়া, চলা–ফেরা, কাজ–কর্মের মাধ্যমে পাক–নাপাক, ওজু–বেওজু, পেশাব–পায়খানা সর্ব অবস্থায় তছবী ছাড়াই **কলবে খেয়াল করিয়া** আল্লাহ আল্লাহ জিকির অভ্যাস করিবে।

২। প্রতিদিন বাদ মাগরিব হইতে পরদিন আছর নামাজের পূর্ব মুহূর্ত্য পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তছবী ধরিয়া উক্ত **২৫ হাজার বার** জেকের অবশ্যই পূরণ করিতে হইবে।

৩। প্রথম দিকে যদি ২৫ হাজার বার জেকের করিতে কষ্ট হয তাহা হইলে প্রতিদিন কমপক্ষে সাড়ে ৬ হাজার বার মহিলাদের জন্য। তৎপর ক্রমান্বয়ে বাড়াইয়া ২৫ হাজার জেকের প্রত্যেকের জন্য করিতে হইবে। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ চিত্ত না থাকিলে শয়তান উক্ত জেকের করা হইতে গাফেল রাখিবে।

৪। তছবী ধরিয়া জেকের করিবার সময় প্রতি ১০০ বার জেকের করিবার পর নিম্নের দোয়া পড়িবে তছবি থামাইলে চলিবে না।

উহারই মধ্যে মনে মনে পড়িবে **("ইয়া ইলাহী মাকসুদ মেরা তুহী রেজায়ে তেরী মুছকো রহমত মহব্বত অয়া মারেফত নছীবে আতাকুন"।**

৫। প্রতিদিন আছর বাদ মাগরেব পর্যন্ত তছবী ছাড়াই নিম্নের দোয়া পড়িতে হইবে।

**লা-হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লাহ্ বিল্লাহ-** অগনিত বার খেয়লে পড়ার অভ্যাস করিতে হইবে।

৬। জেকেরের জন্য দ্রুত তছবী করা অভ্যাস করিবেন। দ্রুত তছবী টানিতে গিয়া যদি প্রথম প্রথম ২/১ তছবীর দানা এক সঙ্গে চলিয়া যায় সে দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া বরং তছবী দ্রুত হইতে দ্রুততর অভ্যাস করিবেন। অভ্যাস হইয়া গেলে তখন আর কোন দানা বাদ পড়িবে না।

৭। **"আল্লাহ, আল্লাহ"** জেকের করিবার সময় মনে রাখবেন আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই। আর ইহা ও বুঝিয়া লইবেন যে আপনি কিরূপে আল্লাহকে স্মরণ করিতেছেন, আসক্তির সহিত কি অনাসক্তির সহিত, অন্তরের সহিত, কি উদাসীন ভাবে করিতেছেন তাহা তিনি দেখিতেছেন।

৮। আল্লাহ বলিবার সময় দৃঢ় বিশ্বাস রাখবেন যে আপনি আল্লাহকে যেরূপ স্মরণ করিতেছেন তদ্রুপ তিনি আপনাকে স্মরণ করিতেছেন। আপনি মহবতের সহিত স্মরন করিলে তিনিও মহবতের সহিত স্মরন করবেন।

৯। নামাজ পড়িবার জন্য কা'বা শরীফের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইবেন, তখন খেয়ালকে সব দিক হইতে ফিরাইয়া আপন ছবকের ভিতর ডুবাইয়া রাখিবেন। যতক্ষুন খেয়াল ছবকের ভিতর নিমগ্ন থাকিবেন ততক্ষন আল্লাহপাক কে ভুলিবেন না। যেই মাত্র খেয়াল ছবক হইতে বাহির হইয়া যাইবে, তখনই আল্লাহকে ভুলিয়া যাইবেন এবং গায়ের আল্লাহর খেয়ালে সেজদা হইবে।

১০। সাবধান- খেয়াল কলব বা যাহার যেখানে ছবক আছে ঠিক সেই স্থানে খেয়াল রাখিবেন। আল্লাহ ব্যতীত নামাজে অন্য কাহাকেও মনে আসিতে দেওয়া যাইবে না।

১২। সময় পাইলে অর্থাৎ ২৫ হাজার বার জেকের শেষ করিয়া কালাম পাক ও দরুদ শরীফ পড়িতে পারেন। সুরা ইয়াসিন ৬ বার পাঠ করিলে "হাল বা অবস্থার পরিবর্তন হয় । যাহাদের হাল বা অবস্থার পরিবর্তন হয়না তাহারা প্রত্যহ ১০০বার সুরা আলাম নাশরাহ পড়িয়া হালভালের জন্য দোয়া খায়ের করিবেন।

১২। নামাজ ব্যতীত অন্য সকল সময় জেকের মোরাকাবা রেয়াজাত, দরুদ ও লা-হাওলা পাঠ, কোরান তেলায়াত ও মোনাজাত প্রভৃতি করলে যাহার যেখানে ছবক থাকিবে সেখানে খেয়াল করিয়া পড়িবেন। মুখে উচ্চারন করিয়া এবং ছবকে খেয়াল রাখিয়া পড়িবেন।

**মোরাকাবা কিভাবে করিতে হইবে তাহার নিয়মাবলীঃ-**

প্রত্যহ ফজর ও মাগরিব নামাজবাদ ফাতেহা বখশীষ করিয়া মোরাকাবায় বসিবেন। ফাতেহা বখশীষ করিবার জন্য খতম শরীফ পড়িতে হইবে।

**খতম শরীফ পড়িবার নিয়মঃ-**

দরুদ শরীফ-"আল্লাহুম্মা ছল্লিয়ালা মোহাম্মাদেও অ-আলা-আলে মুহাম্মাদেঁও ওয়া বারেক ওয়া ছাল্লিম.....১০০বার
লা-হাওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ.....৫০০ বার
পুনরায় উপরের দরুদ শরীফ.....১০০বার
সুরা ফাতেহা.....১ বার
ও সুরা এখলাছ.....৩ বার
পড়িয়া হাত উঠাইয়া নিম্নরূপ ফাতেহা বখশীষ করিতে হইবে।

## ফাতেহা বখাশিষের মোনাজাতঃ-

ইয়া আল্লাহ, পাক পরওয়ারদেগার রহমানির রহিম আমি যাহা কিছু পাক কালাম ও খতম শরীফ পড়িলাম ইহার ভুলত্রুটি মাফ করিয়া দিয়া ইহার সওয়াবটুকু সাইয়্যিদুল মুরসালীন ইমামুল মুরসালিন খাতামুন নবিয়্যীন হাবিবুল্লাহ হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা আহম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাহে ওয়া সাল্লামের রুহপাকের পৌছে দেন।
চার আছহারের রূহপাকে পৌছাইয়া দেন।
পাক পঞ্জাতনের রূহ পাকে পৌছাইয়া দেন।
কুল আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের পাক রুহতে পৌছাইয়া দেন।
খাজা-খাজা গনের রূহপাকে পৌছাইয়া দেন।
পীরে দস্তগীর মাহবুবে ছুবহানী কুতুবে রব্বানী গাওছে ছামদানী ছুলতানুল আরেফিন হযরত সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (কাদ্দাসা সির রুহুর) আজিজের রুহপাকে পৌছাইয়া দেন।
হযরত খাজা ময়নুদ্দীন চিশতি আজমেরী (রহঃ) রূহপকে পৌছাইয়া দেন।
হযরত খাজা ইমামুত তরিকত সৈয়দ বাহাউদ্দীন নকশবন্দ বোখারী (রহঃ) এর রুহপাকে পৌছাইয়া দেন।
হযরত খাজা বাকিবিল্লাহ (রহ) এর রূহপাকে পৌছাইয়া দেন।
হযরত ইমামে রব্বানী মাহবুবে ছুবহানী, সুলতানুল মাশায়েক হযরত মোজাদ্দেদ আলফে ছানি শায়েখ আহমদ ফারুকী সিরহিন্দ (রাহঃ) এর রুহ পাকে পৌছাইয়া দেন।
হযরত খাজা মাছুমাবিল্লাহ (রহঃ) এর রুহ মোবারকে পৌছাইয়া দেন।
কাদেরীয়া চিশতিয়া নকশবন্দীয়া মোজাদ্দেদীয়া এই চার তরীকায় যত গাউস কুতুব পীর ও ওলিআল্লাহ গুজরে গিয়াছেন সকলের রুহপাকে ইহার ছওয়াব পৌছাইয়া দেন। শাহ ছুফি হযরত মাও রিয়াছত আলী খান শাহজাহান পুরী (রহঃ) এর রুহপাকে পৌছাইয়া দেন।
হযরত শাহ ছুফি বর ফকিরে আহম্মদ এছবার আলী ওরফে আমিনুদ্দীন (রহঃ) এর রূহপাকে দেন। হযরত শাহ ছুফি হাকিম আব্দুল হাকিম দাদা হুজুর কেবলা (রহঃ) রূহপাকে পৌছাইয়া দেন।তাহাদের দোয়ার বরকতে ও আমার মোরশেদ কেবলার অছিলায় হে আল্লাহ আমার প্রতি ফয়েজ দান করুন। (আমিন)

(ইহার পরে মোরাকাবায় বসিতে হইবে)

আত্যাহিয়াতু ও দরুদ শরীফ পড়ার সময় যে রকম বসেন ঠিক তদরূপ বসিবেন। বসিয়া চোখ বন্ধ করিবেন এবং যে স্থানে ছবক থাকিবে ঠিক সেই স্থানে খেয়াল করিয়া ৮/১০ মিনিট বসিবেন মোরাকাবার ভিতর অন্য কোন চিন্তা করিবেন না বা কথা বার্তা বলিবেন না। বিড়াল যেমন ভাবে ইদুর শিকার করে ও ঠিক তদরূপ একমনে একধ্যানে ছবকের প্রতি নিমগ্ন হইয়া থাকিবেন। যদি কিছু মনে আসে তবে তাহা দুরে সরাইয়া দিবেন। ক্রমান্বয়ে অভ্যাস হইয়া যাইবে।

## -ঃ জরুরী নির্দেশ ঃ-

১.ফজর ও মাগরিব বাদ ফাতেহা বখশিষ করিয়া মোরাকাবায় বসিবেন।

২. মুরিদ হইবার পর কোন রকম নফল নামাজ পড়া যাইবে না। যদি একান্ত পড়িতে হয় তবে মুর্শিদের অনুমতি লইতে হইবে। নফল নামাজ পড়ার সময় অথবা যোগ্যতা পয়দা হইলে জানাইয়া দেওয়া হইবে।

৩. অন্য কোন আমল বা অজিফা থাকিলে তাহা বাদ দিতে হইবে। একান্ত প্রয়োজন হইলে মোর্শেদের অনুমতি লইয়া করিবেন।

৪. ফরজ নামাজে মাথার রোমাল অথবা পাগড়ী অবশ্যই ব্যবহার করিবেন।

৫. জোহর,মাগরিব, ও এশার নামাজ বাদে নিম্নের ছোট মোনাজাত করিয়া দেরী না করিয়া ছুন্নত আদায় করিবেন। **"আল্লাহুম্মা আনতাছ ছালাম অ-মিন কাছ সালাম তাবারাকতা রব্বানা অতা আলাইতা ইয়া জাল জালালে অল একরাম।"** ছুন্নত নামাজের পর ইচ্ছা করিলে লম্বা দোয়া করিতে পারিবেন।

৬. দুই রাকাত তছবিহাতুল বেতের নামাজ বসিয়া আদায় করিবেন। নিম্নে উহার নিয়েত দেওয়া হইল।

"নাওয়ায়তুয়ান উছাল্লিয়া তায়ালা রাকাতাই ছালাতিল তাছবিহাতুল বেতের মোতাওয়াজ্জিহান ইলাজিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতে আল্লাহু আকবর।"

৭. পায়খানা প্রেসাব অন্তে অবশ্যই কুলুব ব্যবহার করিবেন।

৮. অজুর পূর্বে মেছওয়াক ব্যবহার করিবেন।

৯. বে-শরীয়তী পীর ফকিরদের সঙ্গে উঠা-বসা করিবেন না।

১০. প্রকৃত আহলে ছুন্নত আল জামাতের মতানুযায়ী নিজের আকিদা বিশ্বাস ঠিক করিয়া লইবেন। যতপারা যায় রছুলের ছুন্নত পালন করিবার চেষ্টা করিবেন। যিনি যত পুংখানুপুংখ ভাবে ছুন্নত প্রতিপালন করিবেন ততবেশী তরিকাতের ফল প্রাপ্ত হইবেন।

## মোর্শেদের প্রতি আদব

হযরত মোজাদ্দেদ আলফেছানী (রাঃ) তাহার মাকতুবাত শরীফে মুরিদদিগের, মোর্শেদকে কিরূপ সম্মান করা কর্তব্য নিম্নে তাহার কিয়দাংশ বর্ননা করা হইলঃ

১. কামেল ও মোকাম্মেল মোর্শেদকে স্পর্শমনি তুল্য জানিতে হইবে। তাহাকে যথেষ্ঠ ভাবিয়া তাহার হস্তে পুর্নরূপে আত্ম সমার্পন করিবে তাহার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির মধ্যেই স্বীয় মঙ্গল অমঙ্গল জানিবে।

২. তরিকার অর্থ-আদব, খেদমত ও মহব্বত। ইহা ভিন্ন কোন লাভ নাই।

৩. মোর্শেদের সামনে অন্য কাহারো প্রতি লক্ষ্য করিবে না।

৪. অনুমতি ছাড়া কোন প্রকার নফল এবদত ও জেকেরাদি করিবে না।

৫. এমন স্থানে দাঁড়াইবে না যাহাতে মোর্শেদের ছায়ার উপর পা বা নিজের ছায়া পড়ে।

রেফারেন্সের উদ্দেশ্যে নির্মিত, শির্ক বিদাতপূর্নতার কারনে এর আমল কাম্য নয়

৬. মোর্শেদের জায়নামাজে পা দেবে না।

৭. মোর্শেদের কোন কাজ ভুল মনে হইলে তাহা ঠিক মনে করিবে কারন তিনি যাহা করেন বা বলেন তাহা আল্লাহর নির্দেশ মতই করেন।

৮. নামাজ পড়া বা অন্য সকল বিষয়ে মোর্শেদের অনুকরন করিবে।

৯. মোর্শেদের সমালোচনা করা দোষ ত্রুটি অনুসন্ধান করা অবশেষে নিজের জন্য ক্ষতিকর। কোন কারামত দেখিতে চাহিবে না। ইহাতে নিজের ক্ষতি হয়।

১০. মোর্শেদের প্রতি কোন সন্দেহ হইলে তৎক্ষনাৎ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সাবধান করিয়া লইবে। দেরী করিলে নিজের হালের ক্ষতি হইবে।

১১. স্বপ্নের বা অন্য কোন প্রকার হাল হাকিকত মোর্শেদ ভিন্ন অন্য কাহাকেও বলিবে না।

১২. মুরিদ যাহা কিছু প্রাপ্ত হয় সবই মোর্শেদের ওছিলায়। ইহাতে গর্ব্বিত হইবেনা, বরং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ রহিবে।

১৩. বিনা আদেশে বা বিনা প্রয়োজনে মোর্শেদের নিকট হইতে কোথাও চলিয়া যাইবে না। ছবকে খেয়াল থাকিবে।

১৫. নামাজের হালতে না বসিলে এবং ছবকে খেয়াল না রাখিলে ফয়েজ পাওয়া যায় না।

১৬. সওয়াব রেছানীর বা মোনাজাতে কোন প্রকার শব্দ না করিয়া ছবকে খেয়াল করিলে ফয়েজ বরকত লাভ হয়।

১৭. তরিকার অর্থ আদব। কোন বে-আদব আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিবেনা। আল্লাহপাক না করুন যদি কেহ আদব খেদমত ও মহববত বজায় রাখতে না পারে সে বঞ্চিত হইবে।

১৮. নিজের যাবতীয় ইচ্ছা ও আকাঙ্খা মোর্শেদের ইচ্ছার বিপরীত মুরিদের কোন স্পৃহা না থাকে। আদব খেদমত ও সম্মান পালন